মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

জানুয়ারি ২০, ২০০৮, রবিবার : মাঘ ৭, ১৪১৪

মন্তব্য প্রতিবেদন : সামান্য মানুষের সামান্য কথা

মুনতাসীর মামুন : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের তুচ্ছ কারণের জের ধরে যখন গ্রেপ্তার নির্যাতন করা হয় তখন অনেকে বলেছিলেন, আরে, কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে। যদিও প্রসঙ্গটি ব্যক্তিগত কিন"' এই নিবন্ধের সঙ্গে সংশিষ্ট দেখে লিখছি। বলেছিলাম– না। এবং তা লিখেছিলামও। ড. ফখর"দ্দীন ভালো বাংলা বলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন বলে যারা প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, তাদের বলেছিলাম, হিটলার রক্ত দেখলে ভয় পেতেন। সেনাসমর্থিত সরকার ক্ষমতা নিয়েছে শুনে অনেকে আনন্দে হাপস হুপুস করে কাঁদছিলেন, বাংলাদেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে মনে করে মর্কটের মতো ডালে লম্ফ দেওয়া বাকি রেখেছিলেন, তাদেরও বলেছিলাম, সেনাসমর্থিত সরকার বলে কিছু হয় না। কারণ আগের সরকার কি তা হলে সেনা সমর্থনহীন ছিল? আরো বলেছিলাম, কিছুদিনের মধ্যে যখন পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেওয়া হবে তখন বুঝবেন। সেইসব উলম্ফনকারী ব্যক্তিদের আজকাল খুব একটা দেখি না। তবে দেখি, সেনাসমর্থিত সরকারের মতো সেনা সমর্থিত কাগজে তারা জানান, দেশে প্রেসিডেন্ট শাসন কায়েম হওয়া জর"রি। না হলে তাদের খুব অসুবিধা। তাছাড়া অশিক্ষিতের দেশ গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা যাদের শাসন চাচ্ছে তারা যেন খুব শিক্ষিত! তবে, অবাক হওয়ার কিছু নেই, তাদের কথা বার্তা এমনই হবে।

নতুন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবদুল মতিন বীরপ্রতীক পুরনো উপদেষ্টা হিসেবে প্রথম প্রথম যে ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন তা পাবলিকের ভালো লাগেনি। এর ওপর তার প্রকাশিত গ্রন্থের বিশেষণ করে অনেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তার মতামতে প্রাক-বাংলাদেশ এবং বিশেষ দলের প্রতি তার ঝোঁক স্পষ্ট। কিন"' স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার পর তিনি যা বলেছেন তা কিন"' আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে। তিনি বলেছেন, 'তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুর"ত্বপূর্ণ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান অস্থিরতা নিরসন।' সঠিক মুহূর্তে সঠিক বিষয়টি তিনি অনুধাবন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটময় অবস্থার নিরসন না হলে সরকারের পক্ষে তা সামলানো সম্ভব হবে না, গোলা বার"দ দিয়েও, এবং সেটি সরকার ও তার আমলাবাহিনীর জন্য সুখকর হবে না। কিন"', এমনি একটি প্রশ্ন জাগে, তিনি প্রথম থেকে উপদেষ্টা, উপদেষ্টা সভায় বিষয়টি নিরসনে কেন তিনি অগ্রসর হননি। এটিকে কেন তিনি গড়াতে দিলেন? শোনা কথা বলা ঠিক নয়, কিন"' আমরা শুনেছিলাম, সরকারের চালিকাশক্তি তিনি।

জেনারেল মতিন আরেকটি সত্য মন্তব্য করেছেন। এটি আমাকে অবাক করেছে। তিনি বলেছেন, 'ছাত্র শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা দুঃখজনক।' অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর সত্যি সত্যিই অত্যাচার করা হয়েছে। এতদিন সবাই জানতো একটি বিশেষ সংস্থা মানুষজন তুলে নিয়ে যাচ্ছে, লাতিন আমেরিকার মতো এবং মনের সুখে অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন"' কেউ বলেননি। সম্প্রতি এ বিষয়ে বলাবলি শুর" হয়েছে এবং তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। গুয়ানতানামো-বে তে পরাক্রমশালী আমেরিকা অত্যাচার করে পার পাচ্ছে না আর তার ক্লায়েন্ট সে পাবে? জেনারেল মতিন সেটি বুঝেছেন এবং আরো ক্ষতি নিবারণের জন্য সত্যি স্বীকার করেছেন এবং এক ধরনের আশ্বাস দিতে চেয়েছেন যে এটি আর হবে না।

জেনারেল মতিনের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, সেটি নিশ্চয় তার মনে নেই। থাকার কথা নয়। আমি সামান্য ক্ষীনদেহী নিরস্ত্র এক শিক্ষক। এবং শিক্ষক বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন বাহিনীর চক্ষুশূল। তিনি শুধু সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল ছিলেন তা নয়, উপদেষ্টাও। তবু সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে বলি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সময় শাহবাগের সামনে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তর"ণদের রাস্তায় এনে পিটিয়েছিল। বিবিসি তার লাইভ বিবরণ দিয়েছিল। এটি সহ্য করতে না পেরে এক মহিলা এসে কাকুতি মিনতি করে বলেছিলেন, ওরা আমাদের ছেলের মতো, ওদের ছেড়ে দিন। অশীল গালি দিয়ে বলা হয়েছিল, না, নিজের কাজে যা। জেনারেল আপনি জানেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের ওপর কী অত্যাচার করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মলয় কুমার ভৌমিকের মেডিকেল পরীক্ষা করান। জেনারেল মতিন একজন বীরপ্রতীক। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বীরশ্রেষ্ঠ থেকে বীরপ্রতীকদের আমরা সবার উপরে মানি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি নিশ্চয় দেখেছেন ও শুনেছেন পাকিরা ঠিক একই রকম অত্যাচার করতো। তারা জিজ্ঞেস করতো, তুম মুক্তি হ্যায়,

তুম আওয়ামী হ্যায়, তুম হিন্দু হ্যায়? এ ধারাবাহিকতা এখনও নষ্ট হয়নি। কিন' কেন? মুক্তিযোদ্ধারা তো এই লোশান স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল।

এই অত্যাচারের কথা কেউ স্বীকার করবে না। কারণ, আপনি জানেন কি না জানি না, এখন ব্যক্তিকে না পেলে ব্যক্তির পরিবারও আক্রান্ত হয় যেমনটি হতো ৩৬ বছর আগে। তবে, এসব অত্যাচারের বিবরণ বেরিয়ে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন স্পষ্টভাবে তা বলেছেন সাহস করে। কারণ, তিনি শুধু একা নন তার পরিবারের সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে তার পরিবারের অবদান জেনারেল মতিনের চেয়ে কম নয়। সরকারে অন্যান্য যারা আছেন, তাদের অবদান এর চেয়ে কম তো বটেই। প্রফেসর আনোয়ারের বক্তব্যে শুধু অত্যাচার নয় কয়েকটি সত্য বেরিয়ে এসেছে। সত্য বলার সাহস আমাদের নেই, তার আছে তাকে অভিনন্দন। সমস্ত পত্রিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। হয়তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে এবং বাঙালিরা যখন এটি জানবে তখন তারা ড. আনোয়ারকে শ্রদ্ধা করবে না নির্যাতনকারীদের শ্রদ্ধা জানাবে? আবেদ খান যে লিখেছিলেন, ড. ফখর"দ্দীনের সরকার শেষ পর্যন্ত বিবেচিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতনকারী হিসেবে চাই কি সত্যি হয়ে দাঁড়ানো?

ড. আনোয়ার কয়েকটি বিষয়ের উলেখ করেছেন– 'আপনার সামনে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে কিছু কঠিন সত্য উচ্চারণ করব। প্রথমত, সত্য কখনো বঞ্চনা করে না। দ্বিতীয়ত, আমি নিঃশঙ্ক, কারণ আমি এমন একটি দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, যে দেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘাতকের বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে জীবন দিয়েছেন। তৃতীয়ত, আমি বীরউত্তম কর্নেল আবু তাহেরের ভ্রাতা। তিনি ফাঁসির মঞ্চে তার অমর বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'নিঃশঙ্কচিত্তের চিয়ে জীবনে আর বড় কোনো সম্পদ নেই।' চতুর্থত, নিঃশঙ্কচিত্তে কঠিন সত্য উচ্চারণ করব এ জন্য যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যে বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দেশের মানুষ জাতির বিবেক বলে মনে করে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে মানুষ সত্য উচ্চারণ তা যতই কঠিন হোক, তা শুনতেই আশা করে।

ড. আনোয়ার বলেন, এ মামলা কোনো সাধারণ মামলা নয়। এই মামলার এই কাঠগড়ায় আসামি হিসেবে শুধু চারজন শিক্ষক ও উপস্থিত ১ জন ছাত্র এবং অনুপস্থিত ১৪ জন ছাত্রই আসামি নয়। আসামি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। আসামি করা হয়েছে জাতির বিবেককে। আপাত দৃষ্টিতে কাগজে-কলমে শাহবাগ থানার একজন পুলিশ অফিসার এ মামলার বাদী। কিন' আমরা জানি, দেশবাসীও জানেন, জাতির বিবেকের বির"দ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বির"দ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের বির"দ্ধে আসল প্রতিপক্ষ কারা। সরকারের একটি সংস্থার নাম উলেখ করে তিনি বলেন, এ সংস্থার সদস্যরাই এ মামলার চার্জ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিয়ত তারা উপস্থিত থাকে এই আদালতে। [সমকাল ১৭.১.০৮]

তিনি গুর"ত্বপূর্ণ আরো দুটি বিষয়ের উলেখ করেছেন। "আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দাগি দুস্কৃতিকারী নই– এমন মন্তব্য করে ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, গভীর রাতে বাসা থেকে আমাকে এবং আমার সহকর্মী ড. হার"ন অর রশিদকে গ্রেপ্তার করা হলো। শাহবাগ থানায় নেওয়ার নাম করে চোখ বেঁধে নেওয়া হলো অজ্ঞাত স্থানে। যা আমাকে মনে করিয়ে দেয় পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর আচরণের কথা। মনে পড়লো রাতের বেলা বাড়ি ঘেরাও করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের কথা। নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, চোখ বাঁধা অবস্থায় দিন রাতের হিসাব ছিল না। মনে পরে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলুন ব্যাকহোল কাকে বলে? তারা বলেছিলেন, আপনি ব-াকহোলে আছেন। দৃঢ়চিত্তে তিনি বলেন, মহামান্য আদালত আপনাকে আর দেশবাসীকে বলবো, তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তারা আমার আশা-ভরসা-সুখ ও স্বপ্নকে শুষে নিতে পারেনি। পারেনি আমার আত্মাকে শুষে নিতে। কাঠগড়ায় তার আলোচিত জবানবন্দির উলেখ করে আদালতে তিনি বলেন, আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য টেলিভিশনে প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সেনা সদস্যদের মতো শিক্ষক-ছাত্র-নাগরিক সকলের আত্মমর্যাদা আছে– আর কখনো যেন আঘাত না করা হয়'– এ অংশ প্রচার করা হয়নি। আমার আরো বক্তব্য ছিল, দ্র"ত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং সেনাবাহিনী দ্র"ত ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া– কিন' তা বলার পূর্বে আমাকে ধাক্কা দিয়ে কোর্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। [ভোরের কাগজ, ১৭.০১.০৮]

তিনি উলেখ করেন, সেনাবাহিনীর নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ হায়দার কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। 'বেত্রাহত কুকুরের মতো দ্র"ত আদালত কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।' (সমকাল, ১৭.০১.০৮) আজ কর্নেল তাহেরের ভাই বুক চিতিয়ে কথা বলে গেলেন, কিন' সেই ব্রিগেডিয়ারের পরিবারের কেউ কি ঐভাবে বুক চিতিয়ে পরিচয় দিতে পারবে? এটিই ইতিহাস যা শাসক বা বিচারকরা অনেক সময় ভুলে যায়।

কয়েকটি পত্রিকায় তারেক জিয়ার নির্যাতনের ছবি ছাপা হয়েছে, যা সত্য নয়। কিন' এটি তো সত্য একজন যুবককে

ঐভাবে ধরে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছিল। সে যুবকের নাম ছিল রতন। তারেক জিয়া জানিয়েছেন, তার ওপরও অত্যাচার করা হয়েছিল। যে কারণে, হাইকোর্ট তার রিমান্ড বাতিল করেছে। তারেক আমার কোনো মিত্র নন। তাদের আমলে এ ধরনের অত্যাচার যথেষ্ট করা হয়েছে। শাহরিয়ার, সাবের, আমাকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। আমরা এর ধারাবাহিকতা চাইনি, ব্যতিক্রম চেয়েছিলাম। রতনের নির্যাতনের খবর শুনে, প্রধান উপদেষ্টা নির্যাতনকারীদের বরখাস্ত করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতনকারীকে কি প্রধান উপদেষ্টা বরখাস্ত করবেন? যদি না করেন, কেন করবেন না? এটিই তো ডিসক্রিমিনেশন। জেনারেল মতিন কি আমার ও সেলিম সামাদের ওপর নির্যাতনকারী কোহিনূরকে বরখাস্ত করতে পারবেন? নাকি সে জোটের নির্যাতনকারী ছিল দেখে তাকে চাকুরিতে রাখা হবে?
ড. আনোয়ার জবানবন্দিতে বলেছেন, ব্রিগেডিয়ার হাকিমকে তিনি বলেছিলেন, জিমনেসিয়াম থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করার জন্য। কিন' উপাচার্য বাধা দিয়েছিলেন। এস্টাবলিস্টমেন্টপন্থী সাদা দলের নেতা তিনি এবং এই দলের নেতারা এখন কারাবন্দিদের মুক্তির দাবি থেকে সরে এসেছেন, বিবৃতিতে যাই বলুন না কেনো? নভেম্বরের ঘটনা যেমন, আকস্মিক কিছু নয় বলে অনেকে মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাও কি তেমন কিছু? এ প্রশ্নও অনেকে করছেন। তবে, সামান্য মানুষ হিসেবে বুঝি, অন্যের প্রতিষ্ঠান ভাঙতে গেলে নিজেরটাও ভাঙ্গে। পাকিস্তানি আমলে এবং পরবর্তীকালে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গার চেষ্টা হয়নি তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপরও আক্রমণ হয়েছে। কিন' পাকিস্তানিরা হটে তো গেছেই, আইএসআই-এর কারণে পাকিস্তানও এখন ভাঙনের সম্মুখীন।
জেনারেল মতিন বিনম্রকণ্ঠে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছাত্ররা তো আমাদেরই সন্তান। আমাদেরই ভাই।' তার এই উচ্চারণের কারণেই ছাত্র-শিক্ষকরা ধৈর্য ধরে আছেন। কিন', এটাও বোঝার বিষয় সরকার এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষ্য দিচ্ছে যা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। জেনারেল মতিনের এই অনুভব সবার নেই দেখেই সবাই অত্যাচারিত হয়েছে। কিন', অত্যাচারিতের জায়গায় কি আমরা নিজের ভাই, সন্তানকে কখনও স্থান করেছি? করলে দেখবেন, অনুভব বদলে যাচ্ছে। এই কারণেই কি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আইরিন খান বলেছেন, দেশে যারা মানবাধিকার মানে না তারা বিদেশে কিভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে? [অবিকল উদ্ধৃতি নয়]। তিনি আরো বলেছেন, 'বেসামরিক প্রশাসনে সেনাবাহিনীর অবস্থানের পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা দরকার। বেসামরিক প্রশাসনে আর্মির অংশগ্রহণ কোনও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হতে পারে না। কারণ, বেসামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিত করা যায়। সেনাপ্রধান নিজেও আমাকে বলেছেন যে, ওনারাও চান ওনাদের কাজ করতে। আর্মি কোনও বেসামরিক প্রশাসন নয়। তাদের দিয়ে সেটা চালানও সম্ভব নয়। বলেছেন যে, ওনারাও চান ওনাদের কাজ করতে। উনি আমাকে বলেছেন, আমাদের ট্রেনিং হয় যুদ্ধ করার জন্য। বেসামরিক প্রশাসন চালানোর জন্য নয়। [সাপ্তাহিক ২০০০, ১৮.০১.০৮]
সেনাপ্রধান আরো বলেছেন, আধুনিক বিশ্বে সেনাশাসন কেউ মেনে নেবে না। তিনি ঠিকই বলেছেন, এবং গোয়েন্দা শাসনও কেউ মেনে নিচ্ছে না। এক সময় এ ধরনের অত্যাচার করে পার পাওয়া যেত। কিন', আজ বিভিন্ন অত্যাচারিত দেশেও দু'তিন দশক আগে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের বিচার হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় এক সময় সব দেশকেই যেতে হবে।
ড. আনোয়ার বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কারা প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছে তা সবার জানা। আসলে কথাটি সত্যি। ভনিতা করে লাভ নেই। সরকারের চালিকাশক্তির ব্যাপারে সবাই সজাগ। কিন', সবার সেটা মনে হয়েছে। এখানে প্রতিশোধস্পৃহা ও দেখে নেয়ার একটি বিষয় জড়িত হয়েছে যেটি কারো কাম্য ছিল না। এতে বীরত্বের বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হওয়ার ব্যাপারটায় একটা বীরত্ব ছিল। এবং মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মতো সামান্য মানুষরা পিছে না থাকলে সশস্ত্রদের জেতা কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না। আর কেউ না জানলেও জেনারেল (অব.) মতিন নিশ্চয় তা জানেন। ভবিষ্যতেও কখনও সামান্য মানুষদের সঙ্গে না নিতে পারলে বিজয়ী হওয়া যাবে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য প্রায় ১০০ বছরের। বাংলাদেশের শাসকদের ঐতিহ্য ৩৫ বছরের। সেই ঐতিহ্য সম্বল করে যারা ভাবেন ১০০ বছরের ঐতিহ্য বিনস্ট করবেন তা হলে বলব, তিনি বা তারা ঘোরের মধ্যে আছেন। গত ১০০ বছরে এ ভুখণ্ডের নাম তিনবার বদল হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নামটিও বদল হয়নি। আগামী ১০০ বছরেও হয়ত এ ভূখণ্ডের অনেক পরিবর্তন হবে কিন' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য আরো সমৃদ্ধশালী হবে ড. আনোয়ারদের কারণে। আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা প্রাণ দিয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, এখনও হয়তো দেবে। কিন', যারা ক্ষমতায় আছেন, তাদের এ ধরনের কোনো অবস্থান নেই। অত্যাচারীরা হারিয়ে গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহত ছাত্র-শিক্ষকদের নাম তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। প্রতিশোধ স্পৃহা আরও প্রতিশোধস্পৃহা বাড়াবে মাত্র। বৃহত্তর সমাজে থাকতে হলে সেই স্পৃহা পরিত্যাগ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না। স্বাধীনতার পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম উড়েছিল কোনো সচিবালয় বা ক্যান্টনমেন্টে নয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শোকের কালো পতাকা। সমাজ কি সেটি মানবে? কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই সমাজেরই।

এই সংকট নিরসনের একমাত্র উপায়, সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া। আইনি প্রক্রিয়া ও রায় সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যতবাণী করতে পারেন না। আর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদালত আমরা মানলেও তার সেই মর্যাদা নেই। কারণ স্বাধীন হলেও আমরা সেই স্বাধীনতার পতাকা আদালতে দেখি না। কিন" জেদটি যদি এমন হয় শিক্ষক-ছাত্রদের দণ্ড দিতে হবে এবং তারপর ক্ষমা করা হবে সেটি সরকারের অনুকূলে না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, তাতে তারা মুক্তি পাবেন কিন" দণ্ডের বিষয়টি থেকেই যায়। এই চালাকিটা কেউ বোঝে না তা নয়। চালাকি দিয়ে সংকট নিরসন করা দুরূহ, মাঝে মাঝে হয়তো সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অপমান করে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এ ভূখণ্ডে থাকতে পারেনি। আমি আমাদের ঐতিহ্যের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে মন্তব্য করছি, দম্ভোক্তি নয়। দম্ভ যারা করে আলাহ তাদের ফেরাউনের মতো শাস্তি দেন।

পাঠক, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল আপনার আমার মতো সামান্য নিরস্ত্র মানুষের কারণে। সেই সামান্য মানুষের একজন হয়ে বলছি, সামান্য মানুষরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে র"খে দাঁড়াবে পরিস্থিতি আরো সংকটময় হয়ে উঠলে। কারণ, এর স্পর্শেই সামান্যের অসামান্য হওয়ার সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, অন্য কারণও আছে। সেটি আমার নয় ড. আনোয়ারের ভাষায়ই বলি–

'আমরা শিক্ষকরা বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। গভীর পরিতাপের বিষয়, এখনো তারা বিপন্নই আছে।' বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, মহামান্য আদালত, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, কারণ বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তি 'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের মারতে পারবে না'– তা আমি সব সময় স্মরণ করি। আমরা মরব না, বেঁচে থাকব স্বপ্ন নিয়ে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, তাহেরের স্বপ্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন অবিনাশী, কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। আমাদের নতুন প্রজন্মে সেই স্বপ্ন আমরা চড়িয়ে দেব। [সমকাল ১৭.০১.০৮]

আর এই কারণেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। অত্যাচার করে, প্রাণ সংহার করে তাদের দমন করা যাবে?

মুনতাসীর মামুন : অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ, লেখক।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj (www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.jugantor.com/online/news.php?id=28159&sys=1

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)